বাঁধাকপি (Cabbage)

জলবায়ু ও মাটিঃ

প্রায় সব ধরণের মাটিতে বাঁধাকপি জন্মানো যায় । তবে দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি উত্তম।

বীজ বপন ও চারা রোপণ সময়ঃ

সময়	বীজ বপনের সময়	চারা রোপণের সময়
আগাম	শ্রাবণ-ভাদ্র	ভাদ্র-আশ্বিন
মধ্যম	আশ্বিন-কার্তিক	কার্তিক-অগ্রহায়ণ
নাবি	অগ্রহায়ণ-মধ্য পৌষ	পৌষ-মধ্য মাঘ

জমি তৈরিঃ

গভীর চাষ দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙ্গে আগাছা পরিষ্কার করে ভালভাবে বাঁধাকপির জন্য জমি তৈরি করতে হয়।

সারের পরিমাণঃ

বাঁধাকপির জমিতে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	মোট পরিমাণ
ইউরিয়া	৩০০-৩৫০ কেজি
টিএসপি	২০০-২৫০ কেজি

সারের নাম	মোট পরিমাণ
এমপি	১৫০ কেজি
গোবর	৫-১০ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি ও ১০০ কেজি এমপি সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণ ইউরিয়া ও বাকি এমপি সার ৩ কিস্তিতে চারা রোপণের ১০, ২৫ এবং মাথা বাঁধার সময় প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণঃ

বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর চারা রোপণের উপযুক্ত হয়। উত্তমরূপে জমি তৈরি করার পর ১৫-২০ সেমি উঁচু ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হয় । পাশাপাশি ২টি বেডের মাঝখানে ৩০ সেমি প্রশস্ত নালা রাখতে হবে। বেডের উপর ৬০ সেমি দুরত্বে ২টি সারি করে সারিতে ৪৫ সেমি দূরে দূরে চারা লাগাতে হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যাঃ

গাছে স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। চারা রোপণের পর মাটি ঝুরঝুরে রাখতে হবে। এজন্য মাঝে মাঝে বিশেষ করে পানি সেচ দেওয়ার পর জমিতে ‘জো’ আসলে কোদাল দ্বারা হালকা কোপ দিয়ে মাটির উপরের আস্তরণ ভেঙ্গে দিতে হবে।

পানি সেচঃ

উচ্চ ফলনের জন্য বাঁধাকপিতে চারা রোপণের ২০-৩০ দিন পর ২-৩টি সেচ দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহঃ

চারা রোপণের ৬০-৯০ দিন পর বাঁধাকপি সংগ্রহ করা যায়।

ফলনঃ

প্রতিটি বাঁধাকপি গড়ে ২.৫ কেজি হয়। প্রতি হেক্টরে ফলন ৭৫-৮০ টন।